1. মডিউলটির সম্পর্কে বিশদ আলোচনা

মডিউল বিশদ	
বিষয়ের নাম	অর্থনীতি
কোর্সের নাম	অর্থনীতি 01 (একাদশ শ্রেণি, সেমিস্টার - 1)
মডিউলের নাম/ শিরোনাম:	মানব মূলধন গঠন - পর্ব 1
মডিউল আইডি	Keec_10501
পূর্ব প্রয়োজনীয় জ্ঞান	মানব ও অর্থনৈতিক বৃদ্ধি সম্পর্কে জ্ঞান।
উদ্দেশ্য	এই পাঠের মধ্য দিয়ে যাওয়ার পরে, শিক্ষার্থীরা সক্ষম হতে পারবে নিম্নলিখিত বুঝতে: · হিউম্যান ক্যাপিটাল মানে মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং অর্থনৈতিক বৃদ্ধি। · হিউম্যান ক্যাপিটাল গঠনের উৎস। · হিউম্যান ক্যাপিটাল গঠনের তাত্পর্য।
মূল শব্দ গুচ্ছ	মানব মূলধন, দৈহিক মূলধন, মানব উন্নয়ন, অর্থনৈতিক বৃদ্ধি।

2. উন্নয়ন দল

Role	Name	Affiliation
National MOOC Coordinator (NMC)	Prof. Amarendra P. Behera	CIET, NCERT, New Delhi
Program Coordinator	Dr. Rejaul Karim Barbhuiya	CIET, NCERT, New Delhi
Course Coordinator (CC) / PI	Prof. Neeraja Rashmi	DESS, NCERT, New Delhi
Subject Matter Expert (SME)	Mr. Puneet Arora	Tagore School, Maya Puri, New Delhi
Reviewer	Dr. Meera Malhan Dr. Bharat Bhushan	DCAC, University of Delhi Shyam Lal College, University of Delhi
Translator	Arnab Ghosh	Sheoraphuli Surendranath Vidyaniketan. Zamidar Road, Sheoraphuli

সুচিপত্র :

এই অধ্যায়টি অধ্যয়ন করার পরে, শিক্ষার্থীরা বুঝতে সক্ষম হবে

1. পরিচিতি
2. মানুষের মূলধন ধারণা
3. মানব মূলধন গঠনের উৎস
4. দৈহিক মূলধন এবং মানব মূলধন
5. মানব মূলধন এবং মানব উন্নয়ন
6. মানব মূলধন এবং অর্থনৈতিক বৃদ্ধি
7. মানব মূলধন গঠনের গুরুত্ব
8. উপসংহার

ভূমিকা

প্রতি অর্থনীতির ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ব্যতীত পরিকল্পনাকারীদের সর্বাধিক লক্ষ্য হ'ল অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সম্মানজনক হার অর্জন। এমন অর্থনীতি রয়েছে যা উচ্চমাত্রায় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে এবং আবার এমন কিছু রয়েছে যা পিছিয়ে রয়েছে। সুস্পষ্ট প্রশ্ন হ'ল - এই অর্থনীতির পারফরম্যান্সে এই পার্থক্যের কারণ কী? অর্থনৈতিক সাহিত্যে এই প্রশ্নের বিভিন্ন ব্যাখ্যা রয়েছে। একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাখ্যা হিউম্যান ক্যাপিটালের নিরিখে।

শিক্ষাগুলি কেবল ব্যক্তিদের উপর উচ্চ আয়ের সক্ষমতা অর্জনের কারণেই নয় বরং এটি যে উত্সাহ দেয় তা অত্যন্ত মূল্যবান সুবিধার জন্যও চাওয়া হয়। এটি কোনও ব্যক্তিকে উন্নততর সামাজিক অবস্থান এবং গর্ব দেয় এবং একজনকে জীবনে আরও ভাল পছন্দ করতে সক্ষম করে। এটি একটি সমাজে সংঘটিত পরিবর্তনগুলি বোঝার জন্য মানুষকে জ্ঞান দিয়ে সজ্জিত করে, এটি উদ্ভাবনকেও উদ্দীপিত করে।

দক্ষতা স্তর, কর্মক্ষমতা এবং শিক্ষিত এবং সুশিক্ষিত ব্যক্তির দক্ষতা সাধারণত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বা অশিক্ষিত ব্যক্তির তুলনায় উচ্চতর হিসাবে বিবেচিত হয়। সুতরাং, এটি স্পষ্ট যে শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ উভয় পরিমাণগত এবং গুণগতভাবে মানুষের কর্মক্ষমতা বাড়ায়। সুতরাং, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ উত্পাদনশীল দক্ষতা বৃদ্ধি করে এবং ব্যক্তির আয় বৃদ্ধি করে এবং এরপরে অর্থনীতির জাতীয় আয়ের ক্ষেত্রে তার অবদানকে বাড়ায়। সুতরাং, একটি জাতির মধ্যে শিক্ষার সুযোগগুলি প্রসারিত করা উন্নয়ন প্রক্রিয়াটিকে ত্বরান্বিত করে।

মানব মূলধন ধারণা

একটি দেশ যেমন জমি যেমন শারীরিক সম্পদ যেমন কারখানা, খামার, গাছপালা ইত্যাদি জমিকে ভৌত মূলধনে রূপান্তরিত করতে পারে, তেমনি দেশটিও শিক্ষার্থীদের মতো মানব সম্পদকে ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষক এবং চিকিত্সকের মতো মানব মূলধনে পরিণত করতে পারে। প্রশিক্ষিত এবং যোগ্য ব্যক্তিদের সমাজের পর্যাপ্ত মানব মূলধন প্রয়োজন। সুতরাং, মানুষের মূলধন হ'ল অর্থনৈতিক বিকাশের পূর্বশর্ত। মানুষের মূলধন বলতে কী বোঝায়? এটি কেবল একটি বিশেষ ধরণের মূলধন হিসাবে দেখা যেতে পারে। সুতরাং, "মানুষের মূলধন বলতে একটি অর্থনীতিতে শ্রমশক্তির দক্ষতা এবং জ্ঞানের তীব্রতা বোঝায়, যা স্কুল ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রয়োজনীয়ভাবে অর্জিত হয়।"

হিউম্যান ক্যাপিটাল গঠনের সূত্র :

মানব মূলধন গঠনের দক্ষতাগুলির সাথে আলোচনা করে যা স্কুলে এবং ঘরে বসে আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে এবং প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি স্তরের উন্নতি এবং শ্রমবাজারে গতিশীলতার জন্য গৃহীত ব্যবস্থার মাধ্যমে উন্নত হয়। বিভিন্ন ধরণের উপায় রয়েছে যার মাধ্যমে মানুষের মূলধন বিকশিত হতে পারে। শিক্ষায় বিনিয়োগকে মানব মূলধনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসাবে বিবেচনা করা হয়। স্বাস্থ্য, বিনিয়োগ-প্রশিক্ষণ, পল্লী উন্নয়ন, অভিবাসন ব্যয়, তথ্য ও যোগাযোগ ইত্যাদির মতো অন্যান্য উৎস যেমন মানব মূলধন গঠনের বিভিন্ন উৎস নীচে আলোচনা করা হয়েছে:

- **শিক্ষায় ব্যয়:**

শিক্ষার ব্যয় (অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সূচকগুলির মধ্যে একটি) দেশের যে কোনও উত্পাদনশীল কর্মশক্তিকে বাড়ানো ও সম্প্রসারণের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ উপায়। শিক্ষায় বিনিয়োগ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে উত্সাহ দেয়। এটি তাদের জ্ঞান এবং দক্ষতায় যুক্ত করে উত্পাদনশীল শ্রমশক্তি তৈরি করতে সহায়তা করে। এটি শিক্ষক, কর্মী, নির্মাতারা ইত্যাদির জন্য কর্মসংস্থান এবং আয় উপার্জনের সুযোগগুলি অর্জনে সহায়তা করে। শিক্ষা মৌলিক দক্ষতা সরবরাহে সহায়তা করে এবং মানুষের আধুনিক মনোভাবকে উত্সাহিত করে। এটি সবার জন্য সমান সুযোগ সহ বৃদ্ধি অর্জনে সহায়তা করে। অর্থনীতিবিদরা ন্যায়বিচারের পাশাপাশি উন্নয়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার কারণে একটি জাতির শিক্ষাগত সুযোগ প্রসারিত করার প্রয়োজনীয়তার দিকে মনোনিবেশ করেছেন। ব্যক্তিদের দ্বারা শিক্ষায় ব্যয় করা সংস্থাগুলির দ্বারা মূলধন সামগ্রীতে ব্যয়ের অনুরূপ। ব্যক্তিরা তাদের ভবিষ্যতের আয় বাড়াতে এবং জনগণের জীবনযাত্রার মান বাড়াতে শিক্ষায় বিনিয়োগ করে। জীবনে আরও ভাল পছন্দ করার জন্য এটি সুযোগগুলি প্রশস্ত করে। এটি নতুন প্রযুক্তি গ্রহণ করে উদ্ভাবনকে উদ্দীপিত করতে সহায়তা করে।

- **স্বাস্থ্যের ব্যয়:**

স্বাস্থ্য ব্যয় হ'ল মানব মূলধন গঠনের উত্স কারণ এটি সরাসরি স্বাস্থ্যকর শ্রমশক্তির সরবরাহ বৃদ্ধি করে এবং মানুষের পুঁজিতে গুণগত উন্নতির দিকে পরিচালিত করে। দরিদ্র স্বাস্থ্য এবং অপুষ্টি জনবলের গুণগতমানকে বিরূপ প্রভাবিত করে। 'একটি স্বাচ্ছন্দ্যময় মন শরীরে বাস করে' একটি পুরানো কথা is স্বাস্থ্যের ব্যয় একজন ব্যক্তিকে আরও দক্ষ ও উত্পাদনশীল করে তোলে। অনুন্নত দেশগুলিতে দারিদ্র্যপীড়া স্তরের নীচে বাস করা বিপুল সংখ্যক দরিদ্র মানুষ অপুষ্টিতে ভুগছে। অসুস্থ শ্রম, চিকিত্সা সুবিধা না পেয়ে, কাজ থেকে বিরত থাকতে বাধ্য হয় এবং উত্পাদনশীলতা হ্রাস পায়। সুতরাং, স্বাস্থ্যের জন্য ব্যয় উত্পাদনশীল শ্রম তৈরি এবং বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ সমাজের মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত করা। পর্যাপ্ত স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন সুবিধার পাশাপাশি মানুষের পর্যাপ্ত খাদ্য ও সঠিক পুষ্টি মানুষের পুঁজিতে গুণগত উন্নতি সাধন করে। হাসপাতাল ও চিকিত্সা সহায়তা ব্যবস্থাসহ আরও বেশি এবং আরও সুসংহত স্বাস্থ্য সুবিধা এবং মানব শক্তি প্রয়োজন। এটি দরিদ্র ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য বিনামূল্যে চিকিত্সা সহায়তা সরবরাহ করা প্রয়োজন।

(i) প্রতিরোধমূলক, উদাঃ টিকা;
(ii) নিরাময় ওষুধ, অর্থাৎ, অসুস্থতার সময় চিকিত্সা হস্তক্ষেপ;
(iii) সামাজিক চিকিত্সা, অর্থাত্ স্বাস্থ্যসেবা, সাক্ষরতা এবং সচেতনতা বিস্তার;
(iv) বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা করা।
(v) ভাল স্যানিটেশন সুবিধা।

ভারতে সাধারণ স্বাস্থ্যের মান খুব কম। এটি দেশে রোগব্যাধির উচ্চতর ঘটনায় প্রতিফলিত হয়। এটি মানুষের দারিদ্র্যের সাথে সম্পর্কিত, যারা একদিনে বর্গাকার খাবারও পান না। হাসপাতালগুলি খুব দূরে অবস্থিত এবং চিকিত্সা যত্ন তাদের কাছে অপ্রয়োজনীয়।

- **অন-জব-প্রশিক্ষণ:**

যেমন আগেই বলা হয়েছে যে, মানুষের মূলধনের উন্নতির সাথে শারীরিক মূলধনের উত্পাদনশীলতা যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই কারণে, অনেক সংস্থাগুলি তাদের কর্মীদের কর্মস্থলে প্রশিক্ষণ সরবরাহ করে। এ জাতীয় প্রশিক্ষণের সুবিধা রয়েছে যে এটি দ্রুত এবং বেশি ব্যয় ছাড় সরবরাহ করা যায়। এটি শ্রমিকদের দক্ষতা এবং দক্ষতা বৃদ্ধি করে এবং উত্পাদন এবং উত্পাদনশীলতা বৃদ্ধির দিকে পরিচালিত করে। চাকরী (অন)প্রশিক্ষণ বিভিন্ন ফর্ম নিতে পারে।

শ্রমিকরা দক্ষ শ্রমিকের তত্ত্বাবধানে ফার্মে নিজেই প্রশিক্ষিত হতে পারে; এবং / অথবা কর্মীদের ক্যাম্পাস প্রশিক্ষণের জন্য পাঠানো যেতে পারে। এই জাতীয় প্রশিক্ষণের একটি সুবিধা রয়েছে যে এটি দ্রুত এবং বেশি ব্যয় ছাড় সরবরাহ করা যায়। চাকরির (অন) প্রশিক্ষণ বিশেষ মেশিনে কর্মরত ব্যক্তিদের শেখার ক্ষমতা এবং প্রয়োজনীয়তার সাথে তাল মিলিয়ে তৈরি করা যেতে পারে। এ জাতীয় প্রশিক্ষণ কর্মীদের দক্ষতা এবং দক্ষতা বৃদ্ধি করে এবং উত্পাদন ও উত্পাদনশীলতা বৃদ্ধির দিকে পরিচালিত করে।

কর্মচারীদের অন-জব-প্রশিক্ষণের পরে, একটি ফার্ম জোর দিতে পারে যে শ্রমিকদের একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কাজ করা উচিত, যাতে প্রশিক্ষণের কারণে বর্ধিত উত্পাদনশীলতার সুবিধাগুলি কভার করতে পারে। এটি মানব মূলধন গঠনের একটি উত্স, যেমন উন্নত শ্রম উত্পাদনশীলতার আকারে এই জাতীয় প্রশিক্ষণের ব্যয় ফেরতের ব্যয়ের চেয়ে বেশি ।

- **পল্লী উন্নয়নের ব্যয়:**

শিক্ষা বিভিন্নভাবে পল্লী উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারে। এটি তাদের দিগন্তকে আরও প্রশস্ত করতে এবং তাদের কুসংস্কারকে কাটিয়ে উঠতে সহায়তা করতে পারে। কৃষকরা শিক্ষিত হলে নতুন কৃষিক্ষেত্র গ্রহণ এবং নতুন পদ্ধতি গ্রহণ সহজতর করা হয়েছে। ভারতের মতো শ্রম উদ্‌বৃত্ত অর্থনীতিতে, শিক্ষা গ্রামীণ মানুষকে তাদের নিজস্বভাবে কুটির শিল্প স্থাপন এবং দক্ষভাবে কর্মসংস্থানের দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করতে পারে, যা বেকার সমস্যা সমাধানেও সহায়তা করতে পারে।

- **অভিবাসনের ব্যয়:**

লোকেরা তাদের উচ্চ বেতনে প্রাপ্ত চাকরির সন্ধানে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় চলে যায়। গ্রামীণ অঞ্চল থেকে বেকার লোকেরা কাজের সন্ধানে শহরাঞ্চলে পাড়ি জমান। প্রযুক্তিগতভাবে যোগ্য ব্যক্তিরা (যেমন ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার ইত্যাদি) অন্যান্য দেশে পাড়ি জমান উচ্চতর বেতনের কারণে তারা এ জাতীয় দেশে পাবে। এই উভয় ক্ষেত্রে অভিবাসনের মধ্যে এক স্থান থেকে অন্য জায়গায় যানবাহন ব্যয় এবং স্থানান্তরিত জায়গাগুলিতে উচ্চতর জীবনযাত্রার ব্যয় জড়িত। মাইগ্রেশনে ব্যয় হ'ল মানব মূলধন গঠনের উত্স কারণ অভিবাসনের কারণে ব্যয় বৃদ্ধির তুলনায় অভিবাসন স্থানে উপার্জন বৃদ্ধি বেশি। নতুন জায়গায় বর্ধিত উপার্জন হ'ল অভিবাসন ব্যয়কে ছাড়িয়ে যায়, সুতরাং হিজরতের উপর ব্যয়ও মানব মূলধন গঠনের উত্স।

- **তথ্য ও যোগাযোগের ব্যয়:**

শ্রমবাজার ও অন্যান্য বাজার সম্পর্কিত তথ্য ও যোগাযোগ অর্জনে ব্যয় ব্যয় করা হয়। এর মধ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বাড়ানোর জন্য এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলে সাশ্রয়ী মূল্যের ব্যয়ে প্রযুক্তি সংস্থান সরবরাহ করতে ব্যয় করা অর্থ জড়িত। উদাহরণস্বরূপ, লোকেরা বেতন স্তর এবং বিভিন্ন ধরণের কাজের সাথে যুক্ত অন্যান্য এনটাইটেলমেন্টগুলি জানতে চায়। একইভাবে, তারা জানতে চাইতে পারে যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি যথাযথভাবে নিয়োগযোগ্য দক্ষতা সরবরাহ করে এবং কোন ব্যয়ে? অর্জিত মানব মূলধন স্টকের দক্ষ ব্যবহারের জন্য মানব মূলধনে বিনিয়োগ সম্পর্কিত যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য তথ্য প্রয়োজনীয়।

শারীরিক মূলধন এবং মানব মূলধন

শারীরিক মূলধন অর্থ উত্পাদনের সেই অংশটি যা আরও উত্পাদনের জন্য ব্যবহৃত হয়। শারীরিক মূলধনের একটি আয়ু রয়েছে, যার অর্থ নির্দিষ্ট বছর পরে এর মান সময়ের সাথে সাথে হ্রাস পাবে। এর প্রয়োজনীয়তা অর্থনৈতিক বৃদ্ধির কাঙ্ক্ষিত হারের উপর নির্ভর করে। এটি একটি বাস্তব ইনপুট। কিছু কৃত্রিম বাণিজ্যের সীমাবদ্ধতা বাদে দেশগুলির মধ্যে শারীরিক মূলধন সম্পূর্ণ মোবাইল। উদ্যোক্তা শারীরিক মূলধনে বিনিয়োগের একটি বিস্তৃত পরিমাণের তুলনায় প্রত্যাশার প্রত্যাশিত হার গণনা করার জন্য জ্ঞানের অধিকারী এবং কোন বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত তা যৌক্তিকভাবে সিদ্ধান্ত নেয়।

অন্যদিকে, হিউম্যান ক্যাপিটাল বলতে দক্ষতা, শিক্ষা এবং ব্যক্তির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত জ্ঞানের মজুদ বোঝায়। শারীরিক মূলধনের কার্যকর ব্যবহার করতে হিউম্যান ক্যাপিটাল প্রয়োজন। অধিক মানব মূলধন উত্পাদন করার জন্য মানব পুঁজিতে বিনিয়োগের প্রয়োজন রয়েছে সোসাইটিগুলির উপযুক্ত লোকদের আকারে পর্যাপ্ত মানব মূলধন রয়েছে যারা নিজেরাই অধ্যাপক এবং অন্যান্য পেশাদার হিসাবে শিক্ষিত এবং প্রশিক্ষিত হয়েছেন। অন্য কথায়, ভবিষ্যতে অন্যান্য মানব মূলধন উত্পাদন করার জন্য আমাদের ভাল মানব মূলধন প্রয়োজন (বলুন, আর্কিটেকচার, চিকিৎসক, প্রকৌশলী ইত্যাদি)

উভয় মূলধন থেকে সুবিধার প্রকৃতি আলাদা , মানব মূলধন কেবল মালিকই নয় সাধারণভাবে সমাজকেও উপকৃত করে। এটি ব্যক্তিগত এবং সামাজিক উভয় সুবিধা তৈরি করে। একে বাহ্যিক সুবিধা বলে। উদাহরণস্বরূপ, একজন শিক্ষিত ব্যক্তি কার্যকরভাবে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখতে পারেন। অন্যদিকে, দৈহিক মূলধন কেবলমাত্র ব্যক্তিগত সুবিধা তৈরি করে। উদাহরণস্বরূপ,

মূলধন সামগ্রীর থেকে প্রাপ্ত সুবিধা তাদের দ্বারা প্রবাহিত হয় যারা এর দ্বারা উত্পাদিত পণ্য এবং পরিষেবার জন্য মূল্য দেয়।

মানব মূলধন এবং মানব উন্নয়ন

শ্রম উত্পাদনশীলতা বৃদ্ধির উপায় হিসাবে মানব মূলধন শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যের উপর নির্ভরশীল। মানবিক বিকাশ এই ধারণার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে যে শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য মানব কল্যাণে অবিচ্ছেদ্য কারণ কেবল যখন লোকেরা পড়ার এবং লেখার এবং দীর্ঘ ও স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন করার ক্ষমতা রাখে, তখন তারা অন্যান্য পছন্দগুলি বেছে নিতে সক্ষম হবে মান। মানুষের মূলধন মানবকে শেষ করার উপায় হিসাবে গণ্য করে; শেষ হ'ল উত্পাদনশীলতা বৃদ্ধি। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের যে কোনও বিনিয়োগই পণ্য ও পরিষেবার আউটপুট বৃদ্ধি না করে যদি তা অনুৎপর হয়।

অন্যদিকে, মানব বিকাশের দৃষ্টিকোণে মানুষ নিজের মধ্যেই চাওয়া হয়। এ জাতীয় বিনিয়োগের ফলে শ্রম উত্পাদনশীলতা বেশি না হলেও এমনকি শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে বিনিয়োগের মাধ্যমে মানব কল্যাণ বাড়াতে হবে। অর্থবহ জীবনযাপন করতে এবং যুক্তিযুক্ত পছন্দ করার জন্য তাদের শিক্ষিত ও স্বাস্থ্যবান হওয়া দরকার। সুতরাং শ্রম উত্পাদনশীলতায় তাদের অবদান নির্বিশেষে মানুষের মঙ্গলার্থে প্রাথমিক শিক্ষা এবং মৌলিক স্বাস্থ্য নিজের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ।

মানব মূলধন এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি

আমরা জানি যে একজন শিক্ষিত ব্যক্তির শ্রম দক্ষতা অশিক্ষিত ব্যক্তির চেয়ে বেশি এবং প্রাক্তন অর্থাত্ দক্ষ শ্রমিকরা উত্তরোত্তর অর্থাৎ অপশক্তির চেয়ে বেশি আয় করে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি মানে একটি দেশের আসল জাতীয় আয়ের টেকসই বৃদ্ধি। স্বাস্থ্যকর ব্যক্তি দীর্ঘ সময়ের জন্য নিরবচ্ছিন্ন শ্রম সরবরাহ করতে পারে তা জেনেও স্বাস্থ্যও অর্থনৈতিক বিকাশের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সুতরাং, চাকুরী এবং প্রশিক্ষণ, চাকরির বাজার সম্পর্কিত তথ্য এবং মাইগ্রেশনের মতো আরও অনেক কারণ যেমন শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য উভয়ই কোনও ব্যক্তির আয় উত্পন্ন করার ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। দেশগুলির জনগণ হয় নিরক্ষর বা তাদের শিক্ষার স্তর কম হওয়ায় অনেক দেশ অনুন্নত থেকে যায়। তাদের বেশিরভাগই প্রশিক্ষণহীন বা প্রশিক্ষণহীন এবং তাদের সাধারণ স্বাস্থ্য খুব খারাপ।

মানুষের উন্নত উত্পাদনশীলতা বা মানব মূলধন কেবল শ্রম উত্পাদনশীলতা বৃদ্ধির দিকেই যথেষ্ট অবদান রাখে তা নয় নতুনত্বকেও উদ্দীপিত করে এবং নতুন প্রযুক্তি শোষণ করার ক্ষমতা তৈরি করে। শিক্ষা সমাজে পরিবর্তনগুলি এবং বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি বোঝার জন্য জ্ঞান সরবরাহ করে এবং এইভাবে আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের সুবিধার্থে। একইভাবে, শিক্ষিত শ্রমশক্তির প্রাপ্যতা নতুন প্রযুক্তিতে অভিযোজনকে সহজতর করে। মানুষের মূলধন এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মধ্যে কার্যকারিতা যে কোনও দিকেই প্রবাহিত হয়েছে তা বিশ্বাস করার কারণ রয়েছে। যে, উচ্চ আয়ের উচ্চ স্তরের মানুষের মূলধন এবং তদ্বিপরীত দিকে নিয়ে যায়। সুতরাং উচ্চ স্তরের মানব মূলধন আয়ের বৃদ্ধি ঘটায় এবং উচ্চ আয়ের স্তরগুলি মানব মূলধন গঠনে উচ্চ বিনিয়োগের দিকে পরিচালিত করে। ভারত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে মানব পুঁজির গুরুত্বকে স্বীকৃতি দিয়েছে বহু আগেই। সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাটি বলে, "মানবসম্পদ বিকাশকে অগত্যা যে কোনও উন্নয়ন কৌশল, বিশেষত একটি বিশাল জনসংখ্যার দেশে একটি মূল ভূমিকা অর্পণ করা দরকার। সাউন্ড লাইনে প্রশিক্ষিত ও শিক্ষিত, একটি বিশাল জনগোষ্ঠী নিজেই অর্থনৈতিক বিকাশ ত্বরান্বিত করতে এবং পছন্দসই দিকগুলিতে সামাজিক পরিবর্তন নিশ্চিত করতে একটি সম্পদে পরিণত হতে পারে।

সুতরাং, মানব মূলধন অর্থনৈতিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রকৃতপক্ষে, শারীরিক মূলধনের কার্যকর ব্যবহার নিজেই মানব সম্পদের উপর নির্ভরশীল। শারীরিক মূলধনকে যদি কার্যকর উপায়ে কাজে লাগাতে হয় তবে মানবসম্পদে বৃহত্তর বিনিয়োগের প্রয়োজন।

মানব মূলধন গঠনের গুরুত্ব

মানব মূলধন গঠনের গুরুত্ব / ভূমিকা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি থেকে পরিষ্কার হবে:

1. শারীরিক মূলধনের কার্যকর ব্যবহার:

শারীরিক মূলধনের বৃদ্ধি এবং উত্পাদনশীলতা মূলত মানব মূলধন গঠনের উপর নির্ভর করে। শারীরিক মূলধনের কার্যকর ব্যবহার মানব সম্পদের উপর নির্ভর করে। শারীরিক মূলধন কেবলমাত্র অর্থনীতিতে মানুষের কঠোর এবং বুদ্ধিমান কাজের মাধ্যমে তৈরি করা যায় কারণ এটির জন্য প্রযুক্তিগত, পেশাদার এবং প্রশাসনিক লোক প্রয়োজন। সুতরাং, মানবিক দক্ষতা এবং তাদের প্রচেষ্টা শারীরিক মূলধনের কার্যকর ব্যবহারে সহায়তা করে।

2. উত্পাদনশীলতা এবং জিডিপি বৃদ্ধি:

মানব পুঁজি গঠন একটি জ্ঞানী এবং দক্ষ শ্রমিক হিসাবে সম্পদগুলির আরও ভাল ব্যবহার করে উত্পাদনশীলতা এবং উত্পাদন বৃদ্ধি করে। উত্পাদনশীলতা এবং গুণগতমানের উত্পাদন বৃদ্ধি মানুষের প্রযুক্তিগত দক্ষতার উপর নির্ভর করে, যা কেবলমাত্র শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং মানুষের স্বাস্থ্য বজায় রেখেই অর্জন করা যেতে পারে। মানব মূলধনে বিনিয়োগ সম্পদ, প্রযুক্তি ও উত্পাদন পরিচালনার সাথে সম্পর্কিত জ্ঞান বৃদ্ধি করতে এবং নতুন দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করে।

3. উদ্ভাবন, উদ্ভাবন এবং প্রযুক্তিগত উন্নতি:

মানব মূলধন গঠন উদ্ভাবনকে উদ্দীপিত করে এবং নতুন প্রযুক্তি শোষণ করার ক্ষমতা তৈরি করে। শিক্ষা সমাজে পরিবর্তনগুলি এবং বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি বোঝার জন্য জ্ঞান সরবরাহ করে, যা আবিষ্কার ও উদ্ভাবনকে সহজতর করে। একইভাবে, শিক্ষিত এবং প্রশিক্ষিত শ্রমশক্তির প্রাপ্যতা নতুন প্রযুক্তিতে অভিযোজনকে সহজতর করে।

4. দৃষ্টিভঙ্গির আধুনিকায়ন:

জ্ঞানী, দক্ষ ও শারীরিকভাবে সুস্থ লোকেরা সমাজে পরিবর্তনের শক্তিশালী উপকরণ একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন জনগণের মন এবং উন্নয়নের আকাঙ্ক্ষা তৈরির প্রতি তাদের পরিবর্তিত মনোভাবের উপর নির্ভর করে। মানব মূলধনে বিনিয়োগ মানসিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করতে সহায়তা করে এবং অর্থনীতির বিকাশকে উত্সাহ দেয়।

5. আয়ু বাড়ে:

মানুষের মূলধন গঠন মানুষের আয়ু বাড়ায়। স্বাস্থ্য সুবিধা এবং পুষ্টিকর খাবারের সহজলভ্যতা একটি সুস্থ ও দীর্ঘ জীবন যাপনে মানুষকে সক্ষম করে। এটি ঘুরেফিরে জীবনের মানকে যুক্ত করে।

6. জীবনের মান উন্নত করে:

জীবনের গুণমান শিক্ষা, একজন ব্যক্তির স্বাস্থ্য এবং লোকদের দ্বারা অর্জিত দক্ষতা গঠনের স্তরের উপর নির্ভর করে। মানুষের মূলধন গঠন মানুষকে কেবল উত্পাদনশীল এবং সৃজনশীল করে তোলে না, বরং মানুষের জীবনকে রূপান্তরিত করে। লোকেরা উপার্জন এবং আরও সন্তুষ্টিজনক জীবনযাপন এবং উপভোগ শুরু করে।

7. জনসংখ্যা বৃদ্ধির নিয়ন্ত্রণ:

শিক্ষা মানুষের চিন্তাভাবনার আধুনিকায়নে সহায়তা করে। এটি তাদের পরিবারের আকারকে সীমাবদ্ধ করে তাদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের প্রয়োজনীয়তার জন্য তাদের আলোকিত করে। আরও বেশি সংখ্যক মহিলারা যেহেতু শিক্ষা গ্রহণ এবং কর্মসংস্থান খুঁজছেন, তারা ছোট পরিবারকেই পছন্দ করেন।

দেখা গেছে যে নিরক্ষর পরিবারের তুলনায় শিক্ষিত লোকের পরিবার ছোট রয়েছে। সুতরাং জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার নিয়ন্ত্রণের জন্য শিক্ষার বিস্তার জরুরি।

সারসংক্ষেপ

মানব মূলধন বলতে দক্ষতা, জ্ঞান এবং দক্ষতা বোঝায় যা একজন ব্যক্তি সুযোগকে আরও প্রশস্ত করতে, তাদের উপার্জন ক্ষমতা বাড়িয়ে তোলে এবং সমাজ ও দেশে মূল্যবান অবদান রাখার জন্য অর্জন করে। শারীরিক মূলধন বলতে বোঝায় যে উত্পাদনের যে উপাদানটি আরও উত্পাদনের জন্য ব্যবহৃত হয়, মানবিক পুঁজি সঠিকভাবে ব্যবহার করে। মানুষের মূলধন আরও উত্পাদনের জন্য শারীরিক মূলধন ব্যবহার করে। মানব মূলধন গঠন একটি সময়ের মধ্যে উপলব্ধ মানব মূলধন সংযোজন বোঝায়। মানুষের মূলধন গঠন এবং মানব উন্নয়নের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিধাগুলি সুপ্রতিষ্ঠিত।